দৈনিক খবর

তারিখ 25 OCT 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের সরকারী বেতন ভাতা প্রসঙ্গে

বিগত মে মাসে বিজয় সরনীতে অনুষ্ঠিত বেসরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের আর্থিক অসংগতির কথা বিবেচনা করে জুলাই '৮৯ হতে ত্রৈমাসিকের পরিবর্তে প্রতিমাসে বেতন ভাতা প্রদান করার ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় সত্যি সত্যিই আমরা আনন্দিত। উক্ত ঘোষণায় আশা করা গিয়েছিল, বেসরকারী শিক্ষকদের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ হতে যাচ্ছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণানুসারে যেখানে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই জুলাই মাসের বেতন ভাতা পাওয়ার কথা, দুর্ভাগ্য অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়েও সে বেতন ভাতা আমরা পেলাম না। পূর্বের মত ত্রৈমাসিক বেতন ভাতা দেয়ার প্রচলন থাকলে আমরা সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসেই বেতন ভাতা পেয়ে যেতাম। জানিনা কোন্ অশুভ শক্তির ইংগিতে এই মাসিক বেতন ভাতা দেয়ার প্রচলন আজও সম্ভব হল না।

এ মাসে হিন্দুদের শারদীয় দুর্গোৎসব এবং মুসলমানদের ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসব শেষ হয়ে গেল। অথচ সময়মত বেতন ভাতা না পাওয়ায় এই বেসরকারী শিক্ষকদের ছেলে মেয়েদের ভাগ্যে যে কি জুটেছে তা একমাত্র ভুক্ত ভোগীরাই জানেন। শুধু আজই এমনটি নয়, এর আগেও এরূপ অনেক গুরুত্ব পূর্ণ উৎসবেও বেসরকারী শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য বেতন ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল। জানিনা কেন এমনটি হয়।

গত ২২-৯-৮৯ তারিখের এক দৈনিকে প্রকাশিত খবরে জানতে পারলাম শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের জনৈক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বেসরকারী শিক্ষকরা জুলাই ও আগষ্ট মাসের বেতন ভাতা পেয়ে যাবেন। একই ভাবে ২৪-৯-৮৯ তারিখে খবর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানতে পারলাম মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের বৈঠকে জানিয়েছেন, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই জুলাই ও আগষ্ট মাসের বেতন ভাতা শিক্ষকদের কাছে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এত কিছু আয়োজন সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষকরা কেন আজও তাদের বেতন ভাতা পেলেন না তা আমাদের বোধগম্য নয়। সম্প্রতি কোন কোন দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ৩০শে সেপ্টেম্বর বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে। জানিনা চেক হস্তান্তরের পরেও কতদিনে আমরা এই বেতন ভাতার পেয়ে যাবো।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আরজ, ভবিষ্যতে যাতে আর এমনটি না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে আগামীতে মাসিক ভিত্তিক বেতন ভাতা প্রদানের বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করে বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের আর্থিক সংকট দূরীকরণে সহায়তা করবেন।

মোঃ আমজাদ আলী
বিএবিএড
সহকারী শিক্ষক
কাঁঠালবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
উপজেলা ও জেলাঃ কুড়িগ্রাম।